পুঁথি

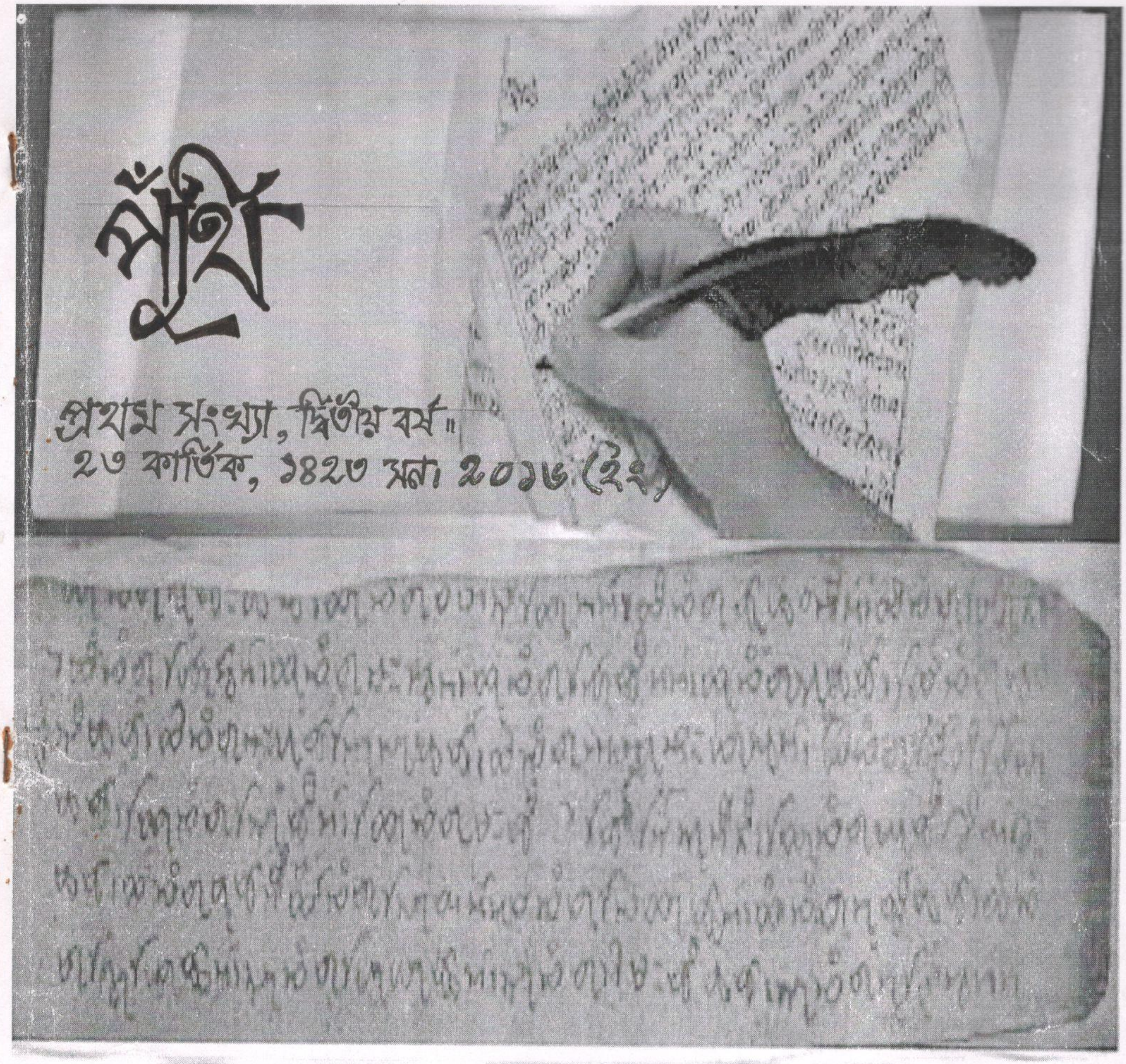

প্রথম সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ ॥
২৩ কার্তিক, ১৪২৩ সন। ২০১৬ (ইং)

বিভাগীয় হস্তনির্মিত পত্রিকা

বাংলা বিভাগ

বিজনী মহাবিদ্যালয়: বিজনী ॥

বাংলা বিভাগের তরফ থেকে হাতে লেখা পত্রিকা "পুঁথি" ২০১৮ সালে প্রথম প্রকাশ হয়েছিল। এই বছরও বিজনী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে হাতে লেখা পত্রিকা "পুঁথি"র ২য় সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে। আজকের কম্পিউটারের যুগেও ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে যে সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। এই শুভ কামনায় -

ঊর্মিলা পোদ্দার
১০.১২.২০১৯
ডঃ ঊর্মিলা পোদ্দার।
প্রধান অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

পুঁথি প্রকাশের নেপথ্যে

উপদেষ্টা : ড. ঊর্মিলা পোদ্দার

ড. অপূর্ব ঠাকুরতা

সম্পাদক : সুপ্রিয় মল্লিক

অক্ষর বিন্যাস : সুদীপ বসাক

প্রচ্ছদ : সুদীপ বসাক

সদস্য / সদস্যা : বাপন সাহা মন্ডল, ঊর্মিলা সাহা,
বিকাশ সাহা, প্রলয় ডর, মানিক ঘোষ
প্রিয়াঙ্কা সাহা, তাপস চক্রবর্তী,

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা

ছাত্র ছাত্রীরা অধ্যয়নের সাথে সাথে বিভিন্ন কার্য কলাপের মধ্য দিয়ে নিজের জীবন গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ব্রতী হয়। বিজয়ী মহাবিদ্যালের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে যে হাতে লেখা পুঁথি প্রকাশিত হচ্ছে তাতে নিজের প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরার সুযোগ পাওয়া যায়। বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশের সুযোগ মেলে পাওয়া যায় হাতে লেখা পুঁথিটির মাধ্যমে। এখানে কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির লেখা অন্তর্ভুক্ত না হলেও আশা রাখি পত্রিকাটি পাঠকদের কাছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটি সুস্থ সমাজ গঠনে এবং নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখতে সক্ষম হবে।

এই পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য যারা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন তাঁদের আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং যারা নানা ভাবে এই পুঁথিটি প্রকাশে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

সর্বশেষে বিভিন্ন ভুল ভ্রান্তি এবং অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি পাঠক সমাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

সুপ্রিয় মল্লিক

সূচীপত্র

মৌলিক -	বাপন সাহা মন্ডল	০১
বন্ধু	রিয়া সাহা -	০২
মা হারানোর ব্যাথা	তাপস চক্রবর্তী	০৩
বন্ধুত্ব	কল্যাণী সাহা	০৪
বন্ধু	রাখীবালা দাস -	০৫
এটাই কি জীবন	প্রিয়ঙ্কা মল্লিক	০৬
আশা	দীপাঞ্জলি মল্লিক	০৭
আমার কথা	রিম্পা দে সরকার	০৮
জীবন	সুমন ঘোষ	০৯
জীবনের ভঙ্গি	পূর্ণিমা দে সরকার	১০
সোনার পাখী	প্রিয়া দাস	১০
মায়ের চিঠি	চিত্রা রায়	১১
পাখী	নিরুপা দাস	১২
পরমেশ্বর	সুদীপা বসাক	১৩
মা	বিউটি বিশ্বাস	১৪
ব্যর্থ প্রেম	বিভা মজুমদার	১৫

সৈনিক

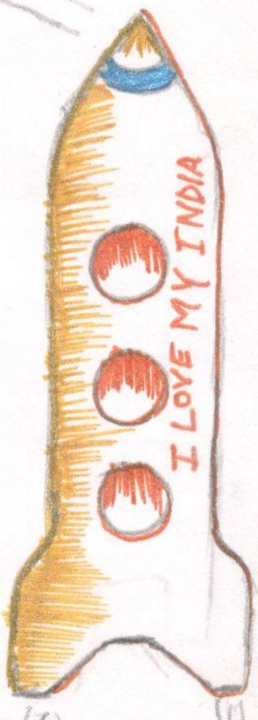

দেশের জন্য প্রতিদিন লড়াই করে যারা
তাদের বলে সৈনিক, ভয় পায় না তারা।
হাসিমুখে দেশের জন্য প্রানদিতে পারে
অস্ত্র তারা দেশের জন্য পতাকা তুলে ধরে।
তাদের শত কষ্ট হলেও তারা সৈনিক
দেশের জন্য যুদ্ধ করে তারা দৈনিক।
রামের মত তারা অস্ত্র তুলে ধরে
রাবনের মত দানব মেরে দেশ উদ্ধার করে
নেতাজী ছিল যেমন দেশেরই প্রান।
আজও আছে সৈনিকের মধ্যে নেতাজীর সম্মান
তাদেরই সম্মান আজ সৈনিকের হাতে,
তাই সারা জীবন চলতে চাই ভারতমাতার সাথে

বাপন সাহা মন্ডল

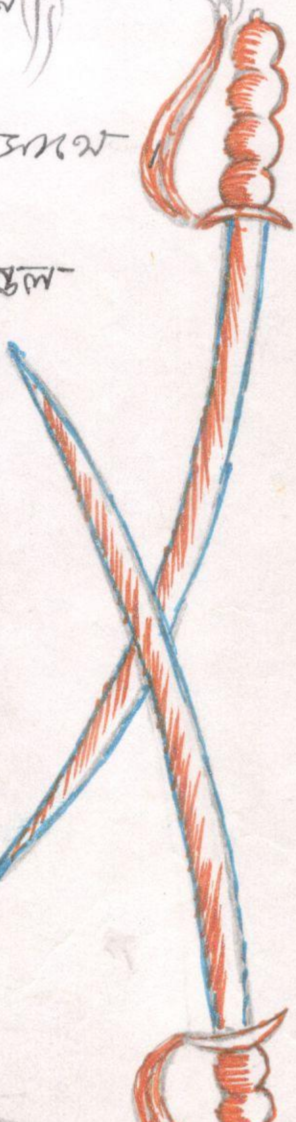

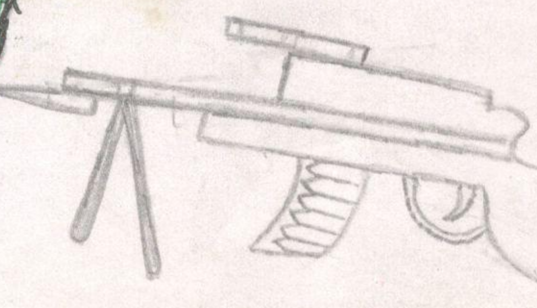

বন্ধু

বন্ধু মানে ভালোবাসা
বন্ধু মানে এক সাথে পথ চলা।
বন্ধু মানে হাসি, কান্না
বেদনা এবং ঠাট্টা
এই চারটি রিপু যখন ভেঙে যায়
তখন বন্ধু শব্দটা বৃথা হয়ে যায়।
জীবনের সুখ দুঃখে যে পাশে থাকে
সেই প্রকৃত বন্ধু।
বন্ধু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্পর্ক।

রিম্পা সাহা

মা হারানোর ব্যাথা

তাপস চক্রবর্তী

সেদিন মায়ের গর্ভে এলাম
সেদিন থেকেই ভয় বাড়ালাম,
একই খাওয়া একই হাওয়া
এক শরীরেই বড় হলাম।
কেমন করে ভুলবো মাকে
এত কিছু পেলাম,
একই উষ্ম দুবার হল
আবার ছেড়ে কোলে এলাম।
ঘুরে ঘুরে মায়ের কাছে
বুকের দুধে বড় হলাম,
কেমন করে ভুলবো মাকে
শুধুই নিয়ে গেলাম।

ধুলোয় মাখা শরীর আমার
কোলে তুলে নিত,
আঁচল দিয়ে ঘামের জোয়ার
মুছতে থাকতো অবিরত।
জীবন যখন ঝড়ের স্রোতে
মা ছিল ঠিক আলো - আশা
এখন কোথায় 'মা' যে আমার
ভেবেই চোখ জলে ভাসে।

বন্ধুত্ব

বন্ধু মানে,
সঠিক পথে হাত ধরে এগিয়ে যাওয়া
কলেজের সাইকেল স্ট্যান্ডে আড্ডা দেওয়া।

বন্ধু মানে,
শুধু দুষ্টুমি আর শয়তানি

মনে পরছে সেই পুরনো দিনগুলি।
কখনও মাস্টার মশাইয়ের বেতের পিট্টি
আবার কখন বন্ধুদের হাসির কীর্তি।
কি সুন্দর ছিল সেই দিনগুলি
ভুলে যেও না আমার মিষ্টি বন্ধুগুলি।
বন্ধু মানে,
অফ পিরিয়ডে ছেলেদের দেখে সিটি দেওয়া
প্রথম প্রেমের দিকে আকর্ষিত হওয়া।
বন্ধু মানে,
ক্লাস শেষ হলে এক সঙ্গে
ফুচকা খাওয়া বন্ধুর সঙ্গে।

কল্যাণী সাহা

বন্ধু

বন্ধু মানে এক সাথে চলা
বন্ধু মানে খেলার সাথী।
বন্ধু মানে জীবনকে সুন্দর করে তোলা
বন্ধু মানে প্রভাতের সেই সূর্যের আলো।
বন্ধু মানে বিশ্বাস আর ভালোবাসা
বন্ধু মানে মনের সব কথা খুলে বলা।
বন্ধু মানে খোলা আকাশে উড়ে চলা পাখির দল
বন্ধু মানে বইয়ে চলা নদীর স্রোত।
বন্ধু মানে রাতের আঁধারের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ
বন্ধু মানে রামধনুর সেই সাতটি রং।
বন্ধু মানে রং তুলি দিয়ে আঁকা একটি সুন্দর ছবি
বন্ধু মানে অসময়ে পাশে থাকা।

রাখীবালা দাস।

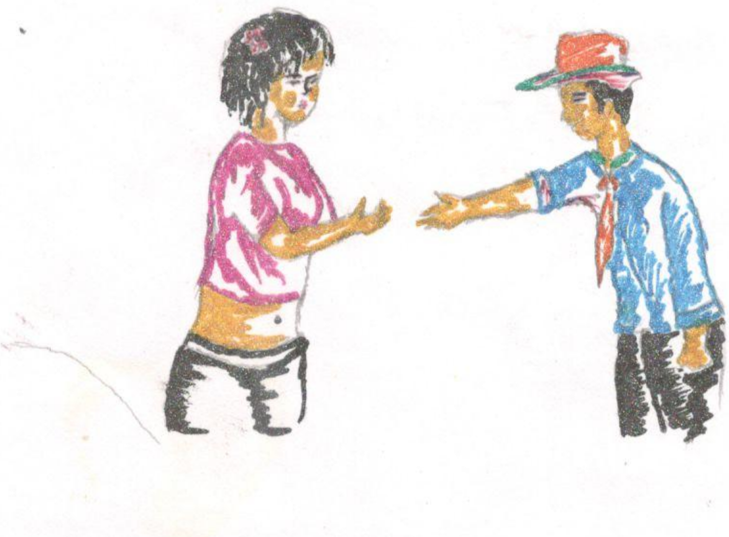

এটাই-কি-জীবন

জীবনে কত যে দুঃখ
কত যে সুখ
একাই রয়ে রয়েছি
কত জনকে ডাকছি
নিয়ে যাও যে এ দুঃখ ভাগ করে
নইলে একাই যে কত কান্না যায়।
শুনে যাও শুনে যাও
আমার সুখ দুঃখকে ভাগ করে নিয়ে যাও
নইলে তোমাদের আর একটু সুখ দিয়ে যাও।
তবে কি সুখ ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ?
কে নেবে আমার দুঃখ
নিঃস্ব হয়ে গেলাম যে
সবাই যে সুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে
কত যে গোপনে আর্তনাদ
কোথায় প্রকাশ করব ?
কে শোনে আমার এই বুক ফাটা আর্তনাদ
কোথাও কি এ জন একজন আছে যাকে আমি
কিছু বলবো
নিঃস্ব হয়ে গেলাম যে
এটাই কি তবে আমার জীবন ?

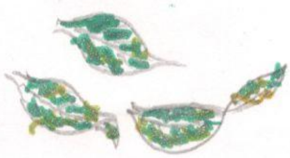

প্রিয়াঙ্কা মল্লিক

আশা

জীবনটা শুধু মাত্র একটি আশা
প্রয়োজন নেই তবুও বেঁচে আছি
জানিনা কখন যেতে হবে এই পৃথিবী ছেড়ে
তবুও বেঁচে আছি শুধু একটি আশায়
জীবনটাতে পেয়েছি শুধু ছল এবং মিথ্যার ভালোবাসা
জানিনা কখন হবে এই জীবনের আলোর আশা
পৃথিবী ছেড়ে জানিনা কখন যাব চলে
তবুও এই জীবনে শুধু মাত্র একটি আশা
কতো যে আশা মনের গভীরে
জানি না দুঃখের পর সুখ আসবে কি ফিরে?
প্রয়োজন নেই তবুও আছি বেঁচে।

দীপাঞ্জলি মাল্লিক

আমার কথা

রূপে কোনদিন ও ভুলে যেন যেও না
ঠকলে যাবে ঠকে ।
কুৎসিত দেখে কোনদিনও যেন ঘৃনা কর না
তার কি জানি জ্ঞান অসীম ।

যেনে ও কোনদিন ও গৌরব যেন কোরো না
তোমার থেকে কেউ বা বেশি জানতে পারে ।
না জেনে না ভেবে কোনদিনও খারাপ ব্যবহার যেন
কর না
সে হয় তো তোমার আপন কেউ হতে পারে ।
জীবন এক জটিল পরীক্ষা
কেবল নিজের জন্যই নয়
পরের জন্যও কর কিছু কাম ।

রিমপা দে সরকার ।

জীবন

এই পৃথিবীর সবুজ ঘাস
সুগন্ধে ভরা।
এই সুগন্ধে আমায়
আমি হয়ে গেলাম দিশেহারা,
জানতাম জীবন এত কষ্টের ফলে
কষ্টই সাক্ষী হলো।
আমার এই জীবন
এই জীবনের বুকে নেইতো,
জীবনের কোন দাম
আছে শুধু অর্থের দাম
জীবনে মরনে সাক্ষী হয়ে।
পথ চলে যে
সেই তো পরম সাক্ষী,
তোমার জীবনে।

সুমন ঘোষ।

জীবনের শ্রেণী

জীবন একটি পাতার মত
সময় হলে ঝড়ে পারে
পেরিয়ে যায় পথের লোক
চিকিৎসালয়ে রোগী
পথে ভিখারী
মৃত্যু কত যে কষ্টের
জীবন নদী বয়ে যায় এভাবেই
সময়ের সাথে ধীরে ধীরে
রঙীন আলো সূর্যের
মিষ্টি আলো চাঁদের
সাক্ষী হয়ে থাক চিরকালের।

পূর্ণিমা সরকার।

সোনার পাখি

সোনার বনে সোনার পাখি
যাও কোথায় উড়ে।
আমার সঙ্গে এসো তুমি
কথা বলবো বলে।
দেখতে তোমায় ভালোলাগে
এসো আমার কাছে।
বারে বারে ডাকি তোমায়
ভালো লাগে বলে।
এত মিষ্টি গান গাও
শুনতে ভালো লাগে।
পাখনা মেলে বহুদূরে
চলে যাও আমায় ছেড়ে।

প্রিয়া দাস

মায়ের চিঠি-

যে দিন তোকে প্রথম অনুভব করি
আমার অস্তিত্ব জুড়ে খুশির তুফান ।
দশ মাস দশ দিন গর্ভকোষে ধরি
অবশেষে পৃথিবীতে তোকে দান করি ।
নিজে মাটিতে শুইয়ে তোকে রেখে বুকে
শীত, তাপ, ঝড়, বর্ষা সব কিছু সয়ে ।
অনাহারে আমি তবু খাদ্য দিয়ে তোকে
কত স্বপ্ন দেখেছি বক্ষ মাঝে লয়ে ।
আজ তুই খুব বড় দেশ জুড়ে নাম
কত নতুন আত্মীয় আছে দাস দাসী ।
সাজিয়েছ ঘরখানি নয়নাভিরাম
দূর থেকে চেয়ে দেখি আমি বনবাসী ।
সব কিছু পেলি মোর রক্ত ঘাম শ্রমে
অথচ আমার স্থান তাই বৃদ্ধাশ্রমে ।

চিত্রা রায়

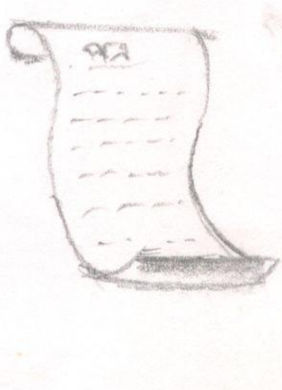

পাখি

প্রচ্ছদ - ১২

ঘোলা মেলা আকাশে
পাখি যায় উড়ে উড়ে
নানা রকম দেশে
গুন গুন গান গেয়ে
পাখি গুলো দোলে বাতাসে
পাখির ডাকে সবাই জাগে
পাখির সুরে সবাই হাসে
পাখির গুন গুন গানে
সবার মন আনন্দে ভরে ওঠে

Nirupa Das
T. D. C 1st Sem

দুজনে

তুমি আর আমি
আছি দুজনের কাছাকাছি।
থাকব চিরটা দিন
দুজনের পাশাপাশি।
কোনে করব বন্ধু মত দুজনের
বুক জুড়ে থাকব।
দুজনের কাছাকাছি
তুমি যে আমার ওগো
এইটা শুধু জানি।

কল্যাণী সাহা

ওঁ পরমেশ্বর ওঁ

তুমি নাকি পরমেশ্বর ভোলা মহাদেব
তবে কেন ধরেছো তুমি ভিক্ষারীর বেশ
থাকবে তুমি স্বর্গলোকে দেবতার বেশে
তবে কেন থাকো তুমি ছাই ভষ্ম হাড়ের মালা পরে

শ্মশানঘাটে কেন থাকো সিদ্ধি খেয়ে নিপুন হয়ে পরে
থাকো কেন শ্মশানেতে সঙ্গে তোমার ভূত-প্রেত নিয়ে
ভিক্ষারীর সাজে তুমি নিত্য ভীক্ষা করে চলো
সেই ভীক্ষার অন্ন দিয়ে কি করে চলো
এ তোমার কিরূপ তা তো জানি না
তাইতো মনে প্রশ্ন জাগে উত্তর পাই না?

সুদীপ বসাক

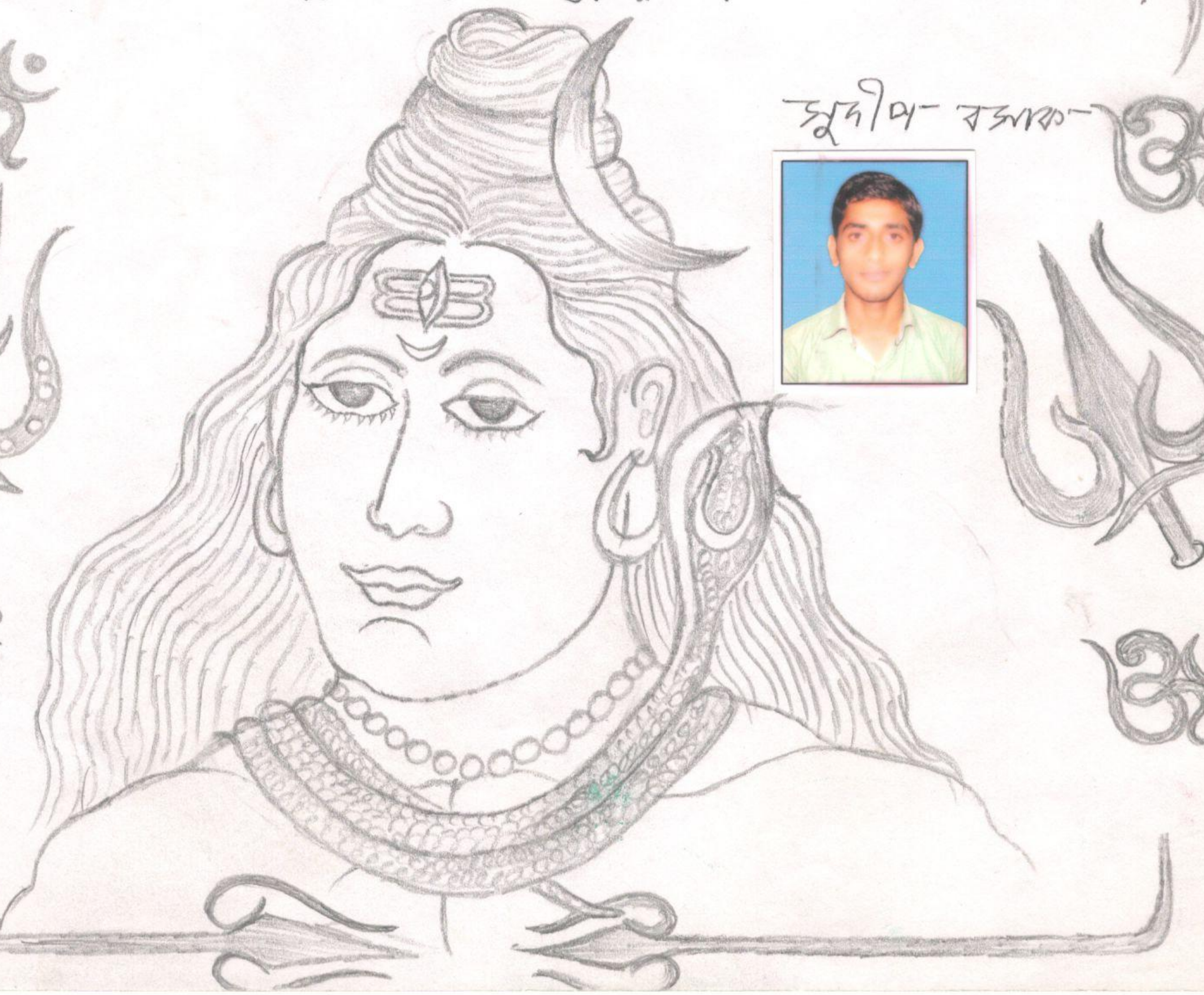

মা

মা হল প্রথম আলোর রেখা
মা হল প্রথম কথা লেখা।
মা আমার প্রথম দেখা খুশি
মা আমার প্রথম জীবন রাশি।
মা জানেন কোথায় আমার সাধ
মা জানেন কিসে আমার স্বাধ।
মা শেখান মা হওয়াটা যে কি?
মা শেখান মা নামটার যে কি,
মায়ের মত মা হতে পেরে
মা হারাল আমাকে একা ছেড়ে।
তাই তোমার সেই আশীর্বাদ যখনই পরে মনে,
আমার চোখেতে তখনই জল এসে পরে।

বিউটি বিশ্বাস

ব্যর্থ প্রেম

তুমি ছিলে আমার জীবনের-
আমার আলো ।
কালো মেঘে ঢেকে দিলে-
বিষাদ এলো আমার মনে ।

বিছানায় শুয়ে মনে করতাম
অতীতের স্মৃতি ।
অতীতকে দূরে ফেলে বর্তমানকে সঙ্গে করে-
ভবিষ্যতকে নিয়ে আসবার বলে ।

দুঃখ কষ্ট-নিয়ে
আছি খেলনার পুতুল হয়ে
সমাজের মানুষ আনন্দ মূর্তিতে-
দেখে আমাকে ।

ভেবেছিলাম একদিন আমি হব তোমার
থাকবে তুমি চিরকাল আমার,
সুখ শান্তিকে অপেক্ষা করেই-
কাটবে আগামী-দিন আমার ।

Bibha Mazumder.
T.D.C 3rd Sem

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

চিত্রাঙ্কন- বাপন সাহা মন্ডল

স্বামী বিবেকানন্দ
ART BY
BIKASH SAHA
CLASS- T.D.C 1ST SEM

ART BY
PRALAY TAR